প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

প্রকাশক

সুনীল কুমার ঘোষ

পপুলার লাইব্রেরী কলকাতা ৬

গ্রন্থস্বত্ব

সুমিত্রা চক্রবর্তী

ডাকঘর হাড়োয়া

২৪ পরগণা

মুদ্রাকর

ধনঞ্জয় দে

রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ

অনির্বাণ দত্ত

উৎসর্গ

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
শ্রীনেপাল মজুমদার কে

সূচি

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ইষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম

হে সূর্য হে জীবন

সীতারামের খেলা

নেয়ামতকে বলেছিলাম

এক্কা দোক্কা

মাটি ছুঁয়ে বেঁচে আছি

এলকি
ভেলকি

চমৎকার

কবিকিশোর হলো না ভোর আজও
অন্ধকার
কবিকিশোর বন্ধ ঘরে আছি
চমৎকার
বিদ্রোহ নেই টিদ্রোহ নেই কাঁপছে যে
সংসার
বরফ - চাপা মাছের মতো আছি
চমৎকার

ইতিহাস

বুকটা কে নাড়াচ্ছে
কুচকুচে মেঘ তাড়াচ্ছে
আলোয় হাত বাড়াচ্ছে
কে গো কে ?
শরৎচন্দ্র চাটুজ্জে ।

লেখেন কারা চাতুর্যে
টেক্কা তুরুপ তাস
শরৎবাবু বেঁচে রইলেন
বুকেই বারোমাস
এটাই ইতিহাস ।

লোকসংগীত

আগে জানলে পরাণ মাঝি নায়ে উঠতাম না
মাজ্‌রা পোকা খাবে জানলে ফসল করতাম না
আগে জানলে, ও বেউলা, বাসর করতাম না।
এখন যন্ত্রণা।

আগে জানলে বিহা করতে টোপর পড়তাম না
টোপর খোলার একীরে গুণ আগে বুঝতাম না
আগে জানলে বাঁকা রাস্তা সিধা ধরতাম না।
এখন যন্ত্রণা।

আগে জানলে বাঘের পো পিঁড়ি দিতাম না
পানের খিলি চুন স্থপারি কিছুই দিতাম না
বাঘের পো তুমার কথায় পরাণ দিতাম না।
এখন যন্ত্রণা।

আদেশ

রা করলেই দলাই মলাই
'হ্যাঁ'-না বললে স্যার
চোখ না খুলে বাঁচতে পারো
আদেশ জারি আর।
রা-ও বারণ হ্যাঁ-ও বারণ
হলেই একশো ঘা
এই তো আমার জন্মভূমি
ছবি তুলে যা।

বিকল্প

খাসা বুলির বিকল্প নেই
বিকল্প নেই মরণে,
চোখের জলের বিকল্প কী,
জীবনবীমা করণে?
ঠাসকানুনের বিকল্প নেই,
ফাঁসির আছে কী?
ডুগডুগিতে বাঁদর নাচে
জীহাঁ জীহাঁ জী।
খাসগোলামীর বিকল্প কী?
খোঁড়া পায়ের নাচ?
চাবুক খাওয়ার বিকল্প কী?
ভুলেই গেছি আজ!

মামা

জমিন কার? আমার।
এখন কার? মামার।
মামা কে? ধামা যার।
মামার নাম জমিদার।

কল কার? মামার।
ঘাম ঢালে কে? আমি।
দুশমন কে? পুঁজিপতি
এবং ভূস্বামী।

মামা মানে বাঘামামা
মামা মানে হায়না
ঘাড় মটকায় মামা আমার
ইশ্‌, কবরেও যায় না।

ক্যোয়াবাত

হাতে নিয়ে গোল্ড স্পটের স্ট্র
তিনিই বলেন, আমিই রাষ্ট্র
ক্যোয়া বাত! ক্যোয়া বাত!

হাসেন দিশি বলেন দিশি
চমকটা তার সব বিদিশী
ক্যোয়া বাত! ক্যোয়া বাত!

উনি ইস্‌কাবনের টুপী
আসেন চুপি চুপি
ক্যোয়া বাত! ক্যোয়া বাত!

কেউ হবেন না যে থ'
উনি বকলমের ব
ক্যোয়া বাত! ক্যোয়া বাত!

ন্যাড়া বলে

গোঁপে চেনো শিকারী হে শাউড়ী চেনো চোপায়
লেজে চেনো বান্দরী হে বিবি চেনো খোঁপায়
গুণী চেনো খুনী হাটে বোকারা ঠ্যাং নাড়ো
ডুগডুগিটা বাজাও বাপু যত্তো খুশি পারো

ওল বুনো তেঁতুল বাঘা কচু চেনে শুয়োর
সাপের চুমু ব্যাঙে বোঝে গোল শরীল কুঁয়োর
সঙ তো দেখি হাততালি দি, হচ্ছি গদগদ
ড্রামা করে কুটস্থ হন খুনী এবং বদও।

কানে কানপাশা দুলছে পায়ে হাসছে মল
কুমীর জানে জলের বাসা ভুতুম জানে ছল
আঁশ বটিটা লাউ কাটে যে রামদা কাটে ঘাড়
ন্যাড়া বলে, এমনি করেই হবে দেশোদ্ধার।

খাসা রাজা

এখন সিংহ রাজা নয় শেয়াল বলেছে
এখন বাঘ রাজা বটেন শকুন বলেছে
এখন মান কচু হলো নজর বলেছে
এখন জান জীয়ল মাছ সময় বলেছে।

নাসা রাজা এসমা রাজা হাওয়াই বলেছে
খাসা রাজা খাসা রাজা তোতাই বলেছে
শুকনো মাঠ রুগ্ন কল কে কে দেখেছে
ফুঁসলে প্রাণ জাগলে গান কে কে হটেছে

রাজা বেনে সেপাই টিকি যখন করে মোর্চা
বাঘা বাঘা চোখা চোখা গপ্পো শুনি কড়চা
নিভু নিভু হলে বাতি বন্ধ হলে দরজা
রাজা মশাই নিয়ে সেপাই শুরু করেন তরজা

কেষ্ট

গীতায় কেষ্ট দেখালেন তো
বিশ্বরূপ- দর্শন
কলির কেষ্ট দেখালেন তো
নরক, ধর্ষণ
জমির কেষ্ট নাম কিনলেন
কোটিক চাষী মেরে
কলের কেষ্ট তাবড়ো হন
মজুর শোষণ করে
এবং সবাই গান ধরেছেন
হরে কৃষ্ণ হরে

প্রশ্ন-উত্তর

খাচ্ছো	কি ?	হরিমটর।
দেখছো	কি ?	সর্ষে ফুল।
ভাবছো	কি ?	আকাশ পাতাল।
কোথায়	গ্যালো	কানের দুল ?
ট্যাঁকে	কি ?	গড়ের মাঠ।
কপালে	কি ?	চ্যালা কাঠ।
ভ্যালারে	ভ্যালা	শেষটা কি ?
ভস্মে	ঢেলো	তুমন ঘি।

পরামর্শ

কলেরার টিকে নিন
অভাবের টিকে দিন
ঝামেলার টিকে নিন
যদি আসে ভালো দিন।

উপোসের টিকে দিন
বাজারের একী দিন
ঘরে ঘরে তুর্দিন
কোথা যাবো বলে দিন।

বলে দিন বলে দিন
ও মশাই বলে দিন
বেদনার টিকে নিন
টেঁকবার টিকে দিন।

গরুরে গরু

গরুরে গরু থাকলে ভাষা জবাব দিতি কি
গরুরে গরু তোকে নিয়ে কতো গনিষ্ঠি
বাজারে করে গরম
গরুরে গরু থাকলে ঘিলু
তোরই লাগতো সরম।

কেউ বলে, করবো উপোস কেউ বলেছে ছিঃ
আল্লা ঠাকুর ঝগড়া করে জবাব দেবো কি!

ছাগল বলে, হায়রে মোরগ পাপ তো করি নি
আল্লা ঠাকুর এসব নিয়ে মাথাও ঘামান নি।
ব্যাঁ ব্যাঁ আর কোঁক্‌র কোঁ-তে হাম্বা সুর তো নেই
কেউ করেনা উপোস টুপোস দুখ্যু সেখানেই;
কেউ করেনা বক্তিমে যে তর্কও তো না;
পণ করেছি গরু বিনে জনমই নেবো না।

কি হবে ?

বানে ভাসলো সব যে আমার। কি হবে ?
বশও গেলো যশও গেলো। কি হবে ?
মান হারালাম ধান হারালাম। কি হবে ?
মোড়লতিটা ভেস্তে গেলো। কি হবে ?
গাঁয়ের চাষী লবাব হলো। কি হবে ?
ভুখা মুনিশ মাথা তোলে। কি হবে ?
আইনও কথা বলছে নাতো। কি হবে ?
হরি, দিন তো গেলো সন্ধ্যে হলো। কি হবে ?

দ্বন্দ্ব

সারা দিন কুটি চিঁড়া ঢেঁকিতে দি পাড়
এতো কুটি এতো ভানি যায়না হাহাকার
গোবর গেলাম কুড়োতে রে মারলো ষাঁড়ে গুঁতা
সারাক্ষণ দ্বন্দ্ব করে পাটা এবং পুতা

সারা বছর চষিখুঁড়ি যায় না হাহাকার
ভোলে বাবা বেশ সেয়ানা হলো পগারপার
তাল গাছে সুপারি যে সুপারি গাছে তাল
পাগড়ী বেঁধে মাথার ঘা ঢাকবো কতকাল !

ওঝা চাই

ওঝা চাই ওঝা চাই ওঝা চাই আরো
মন্তরে মন্তরে ঝাড়ো বিষ ঝাড়ো
ভূতে পায় দেশ গাঁয় ঝাড়ো বিষ ঝাড়ো।

খোঁজা চাই ওঝা চাই সোজা নয় কাজ,
মেঘ নেই টেঁঘ নেই তবু কেন বাজ?
মুখ্যুরা বোঝেনাতো স্বাধীন স্বরাজ।

ওঝা চাই ওঝা চাই ভুতুম ডরাই
ওঝা ছাড়া ঐ ভুতুম কী করে নড়াই
মন্তর তাজা হলে কাকে বা ডরাই

এ ভুতুম সে ভুতুম ভুতুমের পাল?
ভুতুমেরা ফোঁস করে বেশ আজ কাল
ওঝা ছাড়া বলো দেখি কে ধরিবে হাল?

ঘুঘু বলছে

ঘুঘু বলছে, সব গেলো সব গেলো
গাঁও গেরাম রসাতলে যাচ্ছে
আইন মানে না
টাইন মানে না গরীবগুলো
লুটেপুটে খাচ্ছে
ঘুঘু বলছে, সব গেলো সব গেলো

ঘুঘু বলছে, চোখ মেলো চোখ মেলো
মাসতুতো ভাই, পাশতুতো ভাই ভাইরে
মরা গরীব সিধে হাঁটে ক্যায়সা
সেদিন তো আর নাইরে
ঘুঘু বলছে, সব গেলো সব গেলো!
একী রে আস্পর্ধা
ছোটলোককে বলতে হবে সাহেব, হুজুর
বড়দা!

রপ্তানি

ল্যাংড়া যাচ্ছে বিদেশ বিভুঁই
আঁটি চুষবো আমরা
দেশের জন্য জমা রইলো
ঢেঁড়স কচু আমড়া ।

চা চিনি পাট মৎস্য
সবই গেলো বৎস
হাটে থাকবে দামড়া
চোখ জুড়াবো আমরা ।

কাইজ্যা

মন্ত্রীগুলান কাইজ্যা করে
কাইজ্যা ছাপে পেপারে
মন্ত্রীগুলান বক্তিমে দ্যান
ছবি ছাপায় পেপারে
দেশকে সেবা করবেন তাই
মন্ত্রী হলেন তিনিই তো
সেবার নামে প্রেমের নামে
কাইজ্যা করেন তিনিই তো
কাইজ্যা করতে করতে তারা
উল্টে দিলেন গদীই তো

আলাপ

"ভাতে মারুম ভাতে মারুম
মারুম তরে কইলাম
মুখের চোপা ঢের শুনেছি
অনেক দিনতো সইলাম
মাথায় বোঝা এক কাঁড়ি তো
জীবনভর বইলাম।"

"গোসা কেন করতেছো আজ
ও ছাওয়ালের বাপ
আমায় তোমায় ছোবল মারে
একই বনের সাপ
তুমি হবে পুণ্যবান,
আমায় গিলবে পাপ?"

পুরুষ বলে, নারী
এ সমাজে পুরুষ হলে জামিন পেতে পারি।

আয়না

বড়ো যদি হতে চাও
ছোট হও তবে
খাল কাটো, কুমীরের
ঠিক দেখা হবে
জোড়া নয় মিল নয়
ভাগ করো সবে
কাটাকুটি হ'লে মাটি
কার জয় হবে ?
জগতসভায় ভারত তবে
কী ভাষণটা দেবে ?

বর্ষফল

শতবর্ষে জাগেন সবাই
এবং পান মালা
নারীবর্ষে নারী বলে,
সেই তো রয় জ্বালা।
শিশুবর্ষে কাঁদে শিশু
মরে তো আকছার
খরাবর্ষে কাঁদে চাষী
ফসল পোড়ে তার।
ডক্টরেটরা কোথায় আছেন?
প্রেমিক, সজ্জন?
নাকে তৈল দিয়ে ঘুমান
মন্ত্রীরা কয়জন?

কাহিনী

মশা মাছি বনগাঁবাসী
পার হবেন বর্ডার
কোলকাতাটা ছাড়তে হবে
সাহেবের অর্ডার।
খানাখন্দ দেখছি কী এ
লীলা করেন কোন্ বাবু হে
পাশপোর্টটা কই?
মাছি বলে, মশারে
কোলকাতাতেই রই।
সল্টলেকে থাকেন মশা
বৈঠকখানায় মাছি
খানাখন্দ নিয়ে আহা
কোলকাতাতেই আছি।

বিচারপতি

হেই সামালো
বলেই বাবু

হেই সামালো
বাড়ী হাঁকালো
গাড়ী হাঁকালো
টাকা কামালো
ভুঁড়ি বাগালো
চোখ রাঙালো।

হেই সামালো
বলেই বাবু

হেই সামালো
দাম বাড়ালো
নাম জাঁকালো
ভ্রূ নাচালো
পথ কাঁপালো
ঘর জ্বালালো।

বাবু বললেন, বিচার হবে—কিভাবে কে চলবো?
বিচারপতি তিনিই হলেন। রেজাল্ট কি আর বলবো!

ন্যাংটা

ন্যাংটা কেন? বললো হেসে
কাপড় কেন যায় বিদেশে?
আমরা উলঙ্গ?
রাজার এ কী রঙ্গ?
রাজা বলেন, ন্যাংটা সবাই
ন্যাংটা হলেই আর্ট
বায়সকোপে থেটারে উফ্
ওরাই ভারি স্মার্ট।

ন্যাংটা হলে লজ্জা ক্যান?
রাজাই পরামর্শ দ্যান।

বাজি

মোড়ল যান মানত করতে, মোড়ল যান দরগা
দোহাই ঠাকুর, না হয় যেন
অপারেশন বর্গা

মোড়ল যান কোর্টকাছারি, মোড়ল ঠোকে মামলা
সাবাস ! সাবাস ! হেঁকে ওঠে চামচিকে আর আমলা

গম দেবো না দম দেবো না কাজী হলেন পাজী
হায়রে মোড়ল, গরীব মুনিশ ধরছে তবু বাজি

মোড়ল যান দরগা
যেখানে যান দেখেন খালি অপারেশন বর্গা

খেলোয়াড়

তিনি ভালোই খেলেন, পান রূপো
এবং সোনা
তিনি ভালোই খেলতে পারেন, প্রাইজ
যাবেনা গোনা
তিনি ভালোই খেলতে পারেন, চমক
দেন খাসা
তিনি ভালোই খেলতে পারেন, গড়েন
ঘুঘুর বাসা
তিনি ভালোই খেলেন মশাই, অভাব
নিয়ে খেলেন
তিনি ভালোই খেলেন মশাই, জাতটা
নিয়ে খেলেন
এবং খেলতে খেলতে তিনি দেশও
বিকোলেন।

ভাষণ

করি পণ
হরিজন
গিরিজন তোরে
আমরণ
দেখবোতো
সারাদেশ ভরে।
যত ভাবি
ঘর জ্বালি
খুন করি শ'য়
ভাষণে তো
তাজা করি
সারা দেশ- ময়।

ভাষণটা শোন বাপু হীরে জহরত
ময়নার দেশে চালু শুধু একমত
হাসলে বরাত ভালো ফসলে আঁধার
কার ঘাড়ে ক'টা মাথা টোকে জানোয়ার।

রাজা

পুতরে পুত রাজা হবি কিসস্যু ভাবিস নে
পুতরে পুত থাকলে খুঁত রাজা হবি নে
আসর টাসর বাণ্ডি কাঁসর তোয়ের হচ্ছে সব
দেখবি হঠাৎ রাজা হবি লাগবে রে মোচ্ছব

পুতরে পুত, চাদ্দিকে ভূত, ঘাড় ভাঙতে চায়
সোনার থালায় খাবলা দিতে জুলজুলিয়ে চায়
বললে হোলো কচু মূলো, ল্যাংড়া দেবো তোকে
গুড়ুম বাজি ফাটলে পরে আর দেখি কে রোখে

রানীর ছেলে রাজা হবে এ আর এমন কি
রাস্তা পেলেই করবো সোজা, কিসস্যু ভাবিস নি

বাঙালী তো

বাঙালী তো, সাহেবিটা ভালোবাসি খাসা
থ্যাংকু মর্ণিং বেশ বলি খাসা
তাড়া খেলে ব্যথা পেলে পুরো বাঙালী
তবে কেন পথে নেমে নাক কাটালি ?

বাঙালী তো, খিচুড়িটা ভালবাসি বেশ
টিংরেজী বাংরেজী বলাও সরেস
কেবল বউকে বলি ওয়াইফ পুরো
অন্যত্র পাঁচফোড়ন, মশলাগুঁড়ো।

সবচেয়ে ভালোবাসি মাছের মুড়ো।

ঘানি

আর কতোকাল টানবো ঘানি টানবো ঘানি
আমরা সবাই কলুর বলদ
চোখে ঠুলি
খা বিচুলি
খা বিচুলি
দানা পেলেই ল্যাজ নাড়বো বরাত কাটে করাত জানি
আর কতোকাল টানবো ঘানি টানবো ঘানি।

তুমি বাপ সিংহবাবা বাড়াও থাবা কেশর নাচাও
খুদকুঁড়ো দে পরাণ বাঁচাও
মুলুকজুড়ে চাবুক চালাও
আমরা প্রজা, হুজুর বিনে আর চিনি নে
সেলাম দিতেই খতম করি সন্ধ্যেসকাল
টানবো ঘানি টানবো ঘানি আর কতোকাল

ভালো ছেলে

আমরা ভীষণ ভালো ছেলে
জঙ্গী বললে রাগ করি
দশটা পাঁচটা আপিস যাই
বোনাস ওভারটাইম করি
আমরা ভীষণ ভালো ছেলে
দুকূল বাঁচাই ঘর করি
দামাল দিন দেখলে পরে
খুশী খুশী ভাব করি
তখন জঙ্গী না বললে
রেগে পাড়া মাত করি

ফাঁকিস্তান

ফাঁকিস্তান ফাঁকিস্তান বুলিস্তান কাঁহা
গুলিস্তান বুলিস্তান খুলিস্তান কাঁহা
হিটলারও নেই ফিটলারও নেই তবে ভয়টা কী
এই কথাটা জানতে কেবল সুজন খুঁজছি।

হিটলারও নেই ফিটলারও নেই ভয়টা তবে কিসে
ভয়কি তবে রাজারহাটে, পিস্তলে না বিষে
দিশে হারাই দুপা বাড়াই কাদের ঘরে ধূম
ফাঁকিস্তানে একী শব্দ কেবল গ্র ম গ্র ম।

রঙ্গ

বিভীষণ কী ভীষণ কাণ্ডটা করলেন
লঙ্কাটা পেতে তিনি কার হাত ধরলেন!
লঙ্কাটা পোড়ালো তো মুখপোড়া হনুমান
মুখ পোড়ে এখনো যে কে পোড়ায় দেখে যান।
কাঁচা ঘুমে জেগে উঠে কুম্ভ যে মরলেন
বিভীষণ কী ভীষণ কাণ্ডটা করলেন।

হায় রাম হায় রাম কী কাণ্ডই করলেন
বনবাসে দিয়ে বউ সোনা বউ গড়লেন।
লোকে বলে, স্বামী তো গদী তার দামী তো!
এই কালে হলে সীতা কী কথন জানাতো?
আহা প্রেম বাহা প্রেম হরধনু ভঙ্গ
বিভীষণ হায় রাম দেখি রোজ রঙ্গ।

সমস্যা

আইকম	পাইকম	তাই অতো	ঝঞ্ঝাট
নিয়ে যায়	ঘর থেকে	কয়লা কি	চা পাট
বলি তাই	হক দাও	পাওনাটা	বুঝিয়ে
ফোঁস করে	মনসা যে	তখ্‌খুনি	বাবু হে।

চাই দম	নাই দম	নিন্দুকে	কয় সে
জোড় হাত	খুলে গেলে	ঢুকে যায়	ভয় সে
আগডোম	বাগডোম	ঘোড়াডোম	চমকায়
তুমি আমি	এক হলে	কসাই-ও যে	থমকায়।

আয়ারাম	গয়ারাম	এই দেশে	কিলবিল
ঝাঁকুনিটা	খেলে পরে	হতে পারে	এক মিল
আসমান	ছেয়ে আছে	মেঘে আর	শকুনে
জ্যোতিষীরা	বলে দেন	রবি নাচে	কী গুণে!

এলকি ভেলকি

এলকি ভেলকি নাচে পালকি নাচে নানী নানা
ঐক্য ঐক্য বলতে বলতে গাঙে ভাসলো পানা
রাজা রানী কাঁদছে এখন কেউ কোরোনা মানা।

জলদি জলদি লঙ্কা হলদি দিন মাছের ঝোলে
পচাই মাছের সঙ্গে পেঁয়াজ গন্ধ যাতে খোলে
আদুর বাদুড় ঝুলছে বাদুড় সন্ধ্যে হলেই দোলে।

ইকড়ি মিকড়ি দেশ বিক্রি মহা- জনের লীলা
হারে ঐক্য হা মানিক্য কে বুকে বান্ধিলা
দাও সে মন্ত্র জপি মন্ত্র বাঁধি বুকের ছিলা।

ভাগ্যিস

কার্ল, ভাগ্যিস, বাঁচেন নি এ্যাদ্দিন।
কার্ল, ভাগ্যিস, ভাবেন নি সবটা
নয়তো কী কাণ্ড ঘটে যেতো বিশ্বে
কার্ল, ভাগ্যিস, লেখেন নি সবটা।

ঢাউস ঢাউস সব কিতাবে ও কিতাবে
কতো কিছু লেখা হলো রাতদিন
লেখা নেই দোস্তি ভাগ হয় কিভাবে
কার্ল, ভাগ্যিস, বাঁচেন নি এ্যাদ্দিন।

গদী

তোদের সাফা কথাই কই
গদী পেলে রাজী আছি, ঝাড়ুদারেও
সই
আমি নিমকহারাম নই।

মা যা দেন তাতেই খুশী
পায়েস পোলাও কিম্বা ভূষি
তুষ্ট করে পুষ্ট হবো, মুখে ফুটবে
খই
গদী পেলে রাজী আছি, ঝাড়ুদারেও
সই
আমি নিমকহারাম নই।

দায়ী

কয়লার দাম এত্তো কেন?
দায়ী বামফ্রন্ট সরকার।
তেলের দাম বাড়লো কেন?
দায়ী বামফ্রন্ট সরকার।
আইনও নেই কানুনও নেই
দায়ী বামফ্রন্ট সরকার।

তার থাকা কি দরকার?

সে-জন কেন সই ছ্যান না
বোঝাই হলো ভার।
কলম কালি মাগ্যি নাকি
গান্ধী-বাজারে?
আই বি-রা সব গেলো কোথায়
খোঁজ রাখিস না হ্যাঁরে?

মিয়াজান

মিয়াজান খিলিপান খাসনেরে খাসনে
পানে আছে যাদু
মিয়াজান জিয়াজান যাসনেরে বাইরে
সাবধান যাদু

বোমা ও বিমান বিনে
কে আজকাল কাকে চেনে
দেশজোড়া নাম
যার বোমা বেশী আছে তাকেই সেলাম।

খিলিপানে চুন নেই মাথা আছে খুন
আরো বেশি বোমাটোমা মজুত রাখুন।